সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ.-এর বাণী সংকলন

দিল-জাগানো সুরভি

মালফুজাতে বোয়ালভী রহ.

[১৯১১-২০০৪]

সংকলন | **মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী**

অনুবাদ | **মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

দিল-জাগানো সুরভি **মালফুজাতে বোয়ালভী রহ.**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
01733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা প্রিন্ট শপার, ঢাকা: +৮৮০১৭১০৯০৮৬৯৩
প্রথম প্রকাশ :০৯ শাবান ১৪৩৭ / ০৬ মে ২০১৫
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান
ISBN : 978-984-92291-2-4

মূল্য ■ তিন শত টাকা মাত্র
USD 12.00

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করেছেন। ইসলামের মত এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

'মাকতাবাতুল ফুরকান' ইসলামী প্রকাশনা জগতে একটি পরিচিত নাম। প্রকাশ ভঙ্গিতে নতুনত্ব এবং মৌলিক কিছু গুণগত বৈশিষ্টের কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সবগুলো কিতাব আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহে পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালাদের কথাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে আধুনিক পাঠকদের কাছে তুলে ধরা এ প্রকাশনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান প্রয়াস মুফতী আজিজুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মূল্যবান কিছু মালফুজাতের সংকলন ও অনুবাদ; *দিল-জাগানো সুরভি : মালফুজাতে বোয়ালভী রহ.*।

হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৯১১-২০০৪) চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ গ্রামের নামানুসারেই পরবর্তীতে তিনি বোয়ালভী হুযুর

নামে বিখ্যাত হন। সাধারণত আল্লাহওয়ালাগণ ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। দুনিয়াবিমুখতা এবং নির্লোভ মানসিকতার কারণে তার চরিত্র ছিল ঈর্ষনীয়। বুযুর্গদের সোহবত, অল্পেতুষ্টি ও রেযা-বিল-কাযা তাকে তাকওয়ার উচ্চাসনে নিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে তার জ্ঞানভাণ্ডারে সংযুক্ত হতে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান (এলমে লাদুন্নি)। তার শিক্ষকতা জীবন এর বাস্তব প্রমাণ। এর বাইরে বয়ান, নসীহত এবং আধ্যাত্মিক রাহাবার হিসেবে তার কথাগুলো আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কিতাবে তারই কিছু মালফুজাত সংকলন ও অনুবাদ করা হয়েছে।

সংকলন ও অনুবাদ বিষয়টি একটু জটিল। বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। তার নিজস্ব বাচনভঙ্গি ও ভাষার অভিব্যক্তিও ছিল আলাদা। সেটা ছাপালেও ভাষান্তরের প্রয়োজন হতো। এখানে সেরকম কিছু ঘটেনি। প্রথমে মালফুজাতগুলো সংগ্রহ করে মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী সাহেব উর্দু ভাষায় সংকলন করেছেন। তারপর সেটার বাংলা অনুবাদ করেছেন তরুন প্রজন্মের বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ সাহেব। বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম যত বেশি জানেন, সে তুলনায় তার উপর উল্লেখযোগ্য কোনো কিতাব রচিত হয়নি। বিষয়টি এদেশের উলামায়ে কেরামের পথিকৃত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে খুব মিলে যায়। একটিমাত্র বয়ান সংকলন ছাড়া তার আর কোনো মৌলিক গ্রন্থ নেই। সম্ভবত এই কিতাবটি বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাতের একমাত্র সংকলন। আল্লাহ তা'আলা তার রূহানী ফয়েয ও বরকতকে আরও বিস্তৃত করুন।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য আলেম ও আরবি সাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান জওক নদভী দামাত

বারাকাতুহুম এবং খ্যাতিমান মুফতী ও ইসলামী অর্থনীতিবিদ হযরত মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া দামাত বারাকাতুহুম কিতাবটি দেখে দিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক
বাড়ি ৪৯/ডি, রোড ১৩/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

০৬ মে ২০১৭

সূচিপত্র

অবতরণিকা	১১
ভূমিকা	১৩
সংকলকের কথা	২১
অনুবাদকের আরজ	৩১
আকিদা-ঈমান-তাওহিদ	৩৭
কুদরত-নুসরত	৪৯
নবী-রাসূল-রিসালত	৫২
আমল-ইবাদত	৫৯
নামায	৬৭
রোযা-রমযান-এতেকাফ	৭৩
তা'লীম-তাবলীগ-দাওয়াত	৭৭
মুরিদদের তারবিয়াত	৮০
কুরআন-তিলাওয়াত-তাফসীর	৯২
তাকওয়া-আত্মশুদ্ধি-দ্বীনি কাজে উৎসাহ দান	১০৯
এখলাস-নিষ্ঠা-তাওয়াক্কুল	১১৫
চারিত্রিক সৌন্দর্য-আচরণ-লেনদেন	১১৯
আত্মার ব্যাধি-মানবীয় দুর্বলতা-শয়তানের ধোঁকা	১২৩
আল্লাহর ভয়	১৩৪
মৃত্যু-মৃত্যুর স্মরণ-মৃত্যুর প্রস্তুতি	১৩৬
যিকির-আযকার	১৪২
গুনাহ ও গুনাহ থেকে বাঁচা	১৪৮
দুনিয়াবিমুখতা ও চাকচিক্যবর্জন	১৫০
বিনয়-নম্রতা	১৬১
তাসাওউফ ও তাসাওউফদর্শন	১৬৩
কষ্ট-বিপদ-পরীক্ষা	১৭১
মাদরাসা-শিক্ষক-ছাত্র	১৭২
পোশাক-পরিচ্ছদ ও ফ্যাশনবাজি	১৭৬
হেকমত-প্রজ্ঞা-যুক্তি	১৭৯
মূল্যায়ন	১৮৩
শিক্ষণীয় কাহিনি	১৮৫
রসম-কুসংস্কার-বিদআত	১৯৩
মহিলা অঙ্গন	১৯৬
বিবিধ	২০০

অবতরণিকা

আমার প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাত বের হচ্ছে শুনে আমার পুরো হৃদয় শিহরিত হয়ে ওঠছে।

আলহামদুলিল্লাহ, অনেকদিন পর হলেও একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। আমি অধম যখন হুযুরের জীবনী সংকলন করছিলাম, তখনো এ বিষয়ে ভাবছিলাম। বৈঠকে আমাদের মাঝে আলোচনা হয়েছিল হুযুরের 'মাওয়ায়েজ' ও 'মালফুজাত' বের করার বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কাজটি হয় নি এখনো।

এ কাজ করা নৈতিকভাবে দায়িত্ব ছিল সেসব ব্যক্তির যারা হুযুরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, যারা হুযুরের সুহবত নিয়েছেন দীর্ঘদিন, হুযুরের সাথে ইসলাহি সম্পর্ক রাখতেন আন্তরিকভাবে।

মাওলানা মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব হুযুরের সরাসরি ছাত্র ও মুরিদ না হয়েও তাঁর মালফুজাত সংকলন করার চেষ্টা করেছেন। হুযুরের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসা অবাক করার মতো। আসলে আল্লাহ তা'আলা যে কাজ যার মাধ্যমে নেওয়ার ইচ্ছা করেন, সে কাজ তার মাধ্যমেই নেন। এটাই তাঁর অমোঘ নিয়ম। এ জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত তিনি।

আমি হুযুরের কাছে 'সুল্লাম', 'জালালাইন' ও 'মুয়াত্তা' পড়েছি। তিনি জটিল থেকে জটিলতর বিষয়কে আশপাশের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পানির মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারঙ্গম ছিলেন। হৃদয়-স্বচ্ছতা, দুনিয়াবিমুখতা, পরহেজগারি ও রিয়াজত-মোজাহাদা কারণে *ইলমে লাদুন্নী* হাসিল হয়েছিল তাঁর। তাঁর কথায়-ওয়াজে অনেকটা মুফতী আজিজুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির রং এসে গিয়েছিল।

বক্ষমাণ বিষয়ে অনেক কিছু লেখা দরকার ছিল আমার। কিন্তু পারছি না। স্বাস্থ্যের শক্তি ও সময়ের গতি এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও অনেক কিছু করতে পারছি না এখন।

মালফুজাতগুলো অনুবাদ করেছে মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। আত্মীয়তার সম্পর্কে সে আমার নাতি হয়। কর্মতৎপর একজন যুবক। এটা সেটা কাজ করতে থাকে সবসময়। খুব ভালো অভ্যাস। আমি দিল থেকে দু'আ করি তার জন্য। দু'আ করি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে নিজের শান মোতাবেক জাযায়ে খাইর দান করুন।

মুহাম্মাদ সুলতান জওক নদভী
দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া
চট্টগ্রাম

১৩ এপ্রিল ২০১৭

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়ায় সবুজ শ্যামল বাংলার জমিনে যুগে-যুগে ক্ষণজন্মা ও ফেরেশতাতুল্য কিছু মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। সেই স্বর্ণমালার একটি ফুল হলো আধ্যাত্মিক সাধক হযরত বোয়ালভী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

বিনয়-নম্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, নির্লোভ মানসিকতা, দ্বীনের উপর অবিচলতা ও সত্যোচ্চারণে নির্ভীকতার এক বিস্ময়কর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে ও মননে। জীবন-পদ্ধতিতে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর ছাত্র ও খলিফা হযরত মাওলানা সুলতান জওক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম কোনো এক কবিতায় লিখেছিলেন,

'বোয়ালভী সাহেব তো কাফেলায়ে সাহাবার সদস্য।
সময়ের ব্যবধানেই তিনি পেছনে পড়ে আছেন শুধু।'

জামাতে শশুম (কাফিয়ার জামাত)-এর বছর থেকে হযরতের সাথে আমার পরিচয়-সম্পর্ক। তখন আমি হযরতের বাড়ির নিকটস্থ বোয়ালিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলাম। এর পরের বছর পটিয়া মাদরাসায় ভর্তি হলে তাঁর সাথে সম্পর্ক আরো গাঢ়তর হয়। জামাতে দুয়াম (জালালাইন শরীফের জামাত)–এর বছর থেকে হযরতের রুমে থাকার এবং ব্যক্তিগত খাদেম হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন হয়।

পড়ালেখা শেষ হওয়ার পরও তাঁর সাথে পূর্ববৎ সম্পর্ক ও মহব্বত কায়েম থাকে। ক্রমান্বয়ে তাতে নতুন মাত্রা যোগ হতে থাকে। যোগাযোগ ও আসা-যাওয়া বহাল থাকে পুরোদস্তর।

হুযুরের সুহবতে তার কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা থেকে আধ্যাত্মিকভাবে যেভাবে উপকৃত হওয়া দরকার ছিল, আমি সেভাবেই উপকৃত হতে থাকি। নিজের আত্মা-মনকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকি। তবে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাবাদি পড়ে অন্তরে তার তারবিয়াত ও ইসলাহী পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তখন তার কোনো খলীফার সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করি। এসময় হারদুই হযরতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক এবং বাইআত গ্রহণ করি। এ অবস্থায়ই বোয়ালভী হুযুর আমাকে এজাজত প্রদান করেন। পরবর্তীতে হারদুই হযরতও এজাজত প্রদান করেন।

হযরত বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তারবিয়াতদানের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধাঁচের ও ব্যতিক্রমধর্মী। এ সম্পর্কিত একটা ঘটনা বলি।

আমি একবার হুযুরের সঙ্গে কক্সবাজার থানাস্থ ঈদগড় এলাকায় যাই। সেখানকার মসজিদের খতিব ছিল আমার ছাত্র। সে আমাকে খুতবা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। আমি দাঁড়িয়ে মুখস্থ খুতবা দেওয়া আরম্ভ করলাম। তখন হুযুর আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন রাগ আর তিরস্কারের এক নম্র দাহ বের হচ্ছিল সে দৃষ্টি থেকে। কিন্তু সরাসরি কিছুই বলেন নি তিনি। কিছুদিন পর একদিন তিনি মুরিদদের নসিহত করছিলেন। তখন আমিও উপস্থিত ছিলাম তাঁর খেদমতে। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মুখস্থ খুতবা দেওয়া উত্তম। এতে শ্রোতৃবর্গের ফায়দাও বেশি হয়। কিন্তু অনেকসময় তা খুতবাদানকারীর জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অহংকার ও দাম্ভিকতা চলে আসে তাঁর অন্তরে।' আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মূলত আমাকে উদ্দেশ্য করেই

কথাগুলো বলছেন। এমনই ছিল তাঁর তারবিয়াত, তারবিয়াতের 'আনদায'।

হযরত বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পাঠদানপদ্ধতি ছিল সৃজনশীল ও সকল স্তরের ছাত্রদের জন্য সমানভাবে উপকারী। পটিয়া মাদরাসায় হুযুরকে প্রথম প্রথম হাশতম-হাপতম ইত্যাদি নিচের জামাতে দরস দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতাবলে উপরের জামাতসমূহের কঠিন থেকে কঠিনতর কিতাবের দরস দেন। এ সম্পর্কে তাঁর শায়খ মুফতী আজিজুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন,

> 'মৌলবী আলী আহমাদকে আমি মূলত এনেছিলাম নিচের জামাতের কিতাব পড়ানো এবং তাদের নেগেরানির জন্য। কিন্তু তাঁর উপাদেয় পাঠদানপদ্ধতি ও ছাত্রদের প্রবল আগ্রহে তাকে উপরের জামাতে তারাক্কি দিতে বাধ্য হয়েছে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। আমার নিকট বহু আসাতেজার বিরুদ্ধে পাঠদানসংক্রান্ত অভিযোগ আসলেও মৌলবী আলী আহমাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ আসে নি ছাত্রদের পক্ষ থেকে।'

ইলমের অন্যান্য শাখার মতো *মানতিক* শাস্ত্রের উপরও ছিল তাঁর বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি। হযরত আইয়ুব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত বোখারী সাহেব প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ তাঁর কাছে *সুল্লামুল উলুম*-এর মতো মানতিক শাস্ত্রের কঠিন ও দুর্বোধ্য কিতাব পড়েছেন। তাঁরা বলেন, বোয়ালভী সাহেব হুযুরের কাছে *সুল্লাম* পড়ার পূর্বে বলতে গেলে *মানতিক*-এর কিছুই বুঝি নি আমরা। হুযুর খুব সুন্দর ও সহজভাবে আমাদেরকে *মানতিক* বুঝিয়েছেন।

জিনস (جنس) ও *নাওয়ের* (نوع) উদাহরণ সাধারণত সবাই *হাইওয়ান* ও *ইনসান* দ্বারা দেয়। বোয়ালভী সাহেব হুযুর দিতেন ভিন্নভাবে, অন্য

আঙ্গিকে। জিনসের উদাহরণ তিনি দিতেন মাছ দিয়ে। 'নাওয়ের' উদাহরণ হিসেবে তিনি রুই মাছ, ইলিশ মাছ ইত্যাদির নাম বলতেন।

এভাবে কিতাবের গৎবাঁধা ও নির্দিষ্ট উদাহরণ ছাড়াও আরো কতিপয় বাহ্যিক উদাহরণ দিয়ে প্রতিটি সবক ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। *তাছাউর বিল কুনাহ* (تصور بالكنه)-কে তিনি বলতেন 'কোনহান মারি বোঝা', 'তাই মাজি বোঝা' অর্থাৎ, কোনো বিষয়কে তার সকল অনুষঙ্গসহ বোধগম্য হওয়াকে 'তাছাউর বিল কুনাহ' বলে। *তাছাউর বিল ওয়াজাহ* (تصور بالوجه)-এর অর্থ তিনি করতেন 'আইছে আইছে বোঝা'। অর্থাৎ, কোনো বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করাই 'তাছাউর বিল ওয়াজাহ'।

এভাবে মানতিক ও দর্শনশাস্ত্রের কঠিন পরিভাষাসমূহকে নিজ ভাষায় সহজভাবে উপস্থাপন করার বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তাঁর। পানির মতো করে বোঝাতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর দরসে ভালো-খারাপ সব স্তরের ছাত্র সমানভাবে উপকৃত হতো।

হযরত বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনেক গুণাবলির মাঝে উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল, তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সরল উপস্থাপনার দ্বারা নসিহত করতেন। তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ছিল যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। হেকমত ও প্রজ্ঞায় ভরপুর ছিল তাঁর মালফুজাত ও কথামালা। এজন্য তাঁর মালফুজাত আলাদা তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

মালফুজাতের প্রসঙ্গ আসায় সঙ্গত কারণে মালফুজাত বিষয়ে কিছু কথা বলা সমীচীন মনে করছি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগুনতি মুজেজা ও নেয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ ও সম্মানিত করেছেন। তন্মধ্যে *জাউয়ামিউল কালিম* অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এরশাদ করেন,

أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

‘আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।’[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিস হিসেবে কিছু কিছু আলেমে রব্বানিকেও আল্লাহপাক তাঁদের মানের *জাউয়ামিউল কালিম* দান করেছেন। যেমন, আল্লাহ অসীম রহমতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

من جاءنا تلقيناه من البعيد ومن تصرف بحولنا ألنا له الحديد ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد

‘যে আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমি দূর থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানাই। যে আমার জন্য চেষ্টা-মেহনত করে আমি তার জন্য সবকিছু সহজ করে দেই। যে আমার ইচ্ছার অনুসরণ করে আমি তার চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করে দেই। যে আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আমি তাকে দান করি বিপুল পরিমাণে।’

দেখুন, এখানে কত সংক্ষিপ্ত বাক্যে আল্লাহর রহমতের অসীমত্বের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে অন্যত্র তিনি বলেন,

كُنْ مَعَ اللهِ بِلَا خَلْقٍ وَكُنْ مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْطٍ

‘আল্লাহর সাথে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন কর, যেখানে কোনো মাখলুকের সম্পৃক্ততা থাকবে না। মাখলুকের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক কায়েম কর, যেখানে নিজ স্বার্থের গন্ধ থাকবে না।’

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের এধরনের সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক হেকমতপূর্ণ কথাকে মালফুজাত বলে। শরিয়তের উপর পরিপূর্ণভাবে

[১] আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা, মুসলিম, *সহীহ*, নং ১০৫৪; আত-তিরমিযী, *সুনান*, নং ১৫৫৪।

আমল করার বদৌলতে আল্লাহপাক তাঁদের মুখ দিয়ে এসব সোনালি কথা বের করেন। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ عَزَ وَ جَلَّ وَاسْتَدَقَّ الدُّنْيَا أَظْهَرَ اللهُ الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِه عَلٰى لِسَانِه

‘যে আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করে এবং দুনিয়াকে গুরুত্ব না দেয়, আল্লাহ তার কলব থেকে জবানের মাধ্যমে হেকমতপূর্ণ কথা প্রকাশ করেন।’[২]

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটা অতিশয় দুর্বল। তবে অনেক ক্ষেত্রে হাদীসের অর্থ ও ভাব সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বুযুর্গদের মালফুজাতে নিহিত থাকে শরিয়তের মর্মকথা ও সারনির্যাস। শরিয়তের বাস্ড়ব অনুশীলন ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কথাগুলো বলেন তাঁরা। এগুলোর সগুরুত্ব শ্রবণ ও নিবিষ্ট পাঠ সর্বসাধারণের জন্য বয়ে আনে উপকার ও মহিমার বিশাল ভাণ্ডার। এজন্য যুগে-যুগে রচিত হয়েছে বুযুর্গদের মালফুজাতের সংকলনগ্রন্থ।

এরকম মালফুজাতগ্রন্থের কয়েকটি হলো,

- ✓ ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ (নেজামুদ্দীন আউলিয়ার মালফুজাত),
- ✓ খাইরুল মাজালিস (নসীরুদ্দীন চেরাগের মালফুজাত),
- ✓ জাউয়ামিউল কালিম (খাজা মুহাম্মাদ গীসু দরাজের মালফুজাত),
- ✓ শামায়েলে এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর মালফুজাত),
- ✓ মালফুজাতে ইলিয়াস (তাবলীগের বানী হযরত ইলিয়াস কান্ধলভীর মালফুজাত)
- ✓ সুহবতে বা অউলিয়া (যাকারিয়া কান্ধলভীর মালফুজাত)।

[২] *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ৫৪:৪১০

হযরত বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও আল্লাহপাক *জাউয়ামিউল কালিম* দান করেছিলেন। এজন্য অনেক ভক্ত-অনুরক্ত তাঁর মালফুজাত সংরক্ষণ করে রেখেছেন। বোয়ালভী একাডেমীর কাছেও জমা আছে মালফুজাত সংকলনের একটি পাণ্ডুলিপি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হচ্ছে, বিভিন্ন কারণে তা এখনো প্রকাশের মুখ দেখে নি। এমন মুহূর্তে মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর নিজ উদ্যোগে সংকলিত হযরতের মালফুজাত বের করছেন দেখে খুবই আনন্দিত ও আপ্লুত হয়েছি। একইসাথে অবাকও হয়েছি বেশ। কারণ বোয়ালভী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে মুফতী আবদুস সালাম সাহেবের না উস্তাদ-শাগরেদের সম্পর্ক ছিল, না পীর-মুরিদির তাআল্লুক ছিল। তবুও তিনি সংরক্ষণ ও সংকলন করেছেন হযরতের মালফুজাতের বড় এক ভাণ্ডার। হযরতের প্রতি তাঁর নিখুঁত ভক্তি ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আছে বলেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুফতী সাহেবকে জাজায়ে খাইর দান করুন।

স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ মালফুজাতের বাংলা রূপান্তর করে তার চলমান ইলমি খেদমতে যুক্ত করেছে আরো একটি নতুন অধ্যায়। তার তারুণ্যদীপ্ত কর্মস্পৃহা আমাকে মুগ্ধ ও প্রফুল্ল করে বারবার। আমার জানা মতে সে যথেষ্ট বুযুর্গভক্ত। ইতিমধ্যে সে বিখ্যাত দু'জন বুযুর্গের জীবনী সংকলন করেছে, যা বুযুর্গভক্তির বলিষ্ঠ প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তাকেও বুযুর্গ বানিয়ে দিন।

একবার মাসিক *আল-হক*-এ হযরত ইসহাক সদর সাহেব হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে একটি স্মৃতিকথা লিখেছিল সে। সেটি আমি বারবার পড়েছিলাম। পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দু'আ করি তার জন্য। তার কলব ও কলম শাণিত হোক মারেফাতের গভীর চেতনায়।

প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন দ্বীনি মেজাজ ও আধুনিকতার সমন্বয়-চিন্তক কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব। তিনি বর্তমান সময়ের

অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং মাকতাবাতুল ফুরকান-এর স্বত্বাধীকারী। অধমের প্রতি তার এবং তার সঙ্গীদের ভক্তি ও ভালোবাসা দেখলে শুকরিয়ায় দিল শীতল হয়ে যায়। আল্লাহপাক কবুল করুন তাঁদের ভক্তি ও ভালোবাসা– আল্লাহর জন্য, দ্বীনের জন্য। তাদের যথাযথ দ্বীনের দীপ্তি দান করুন। বরকত দান করুন তাঁদের প্রতিটি কাজে।

পরিশেষে মুফতী সাহেবসহ বইটির সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ নিজের শান মোতাবেক জাজায়ে খাইর দিন এবং বইটিকে উত্তরোত্তর পাঠকপ্রিয়তা দান করুন। আমীন।

শামসুদ্দীন জিয়া
জামিয়া ইসলামিয়া, পটিয়া
চট্টগ্রাম

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, জন্মগতভাবেই আল্লাহপাক আমার অন্তরে দান করেছেন বুযুর্গানে দ্বীন, আহলে এলম ও নেককার ব্যক্তিদের মহব্বত ও ভালোবাসার অমূল্য নেয়ামত। শৈশব থেকেই বুযুর্গদের সান্নিধ্যলাভ, দেখা-সাক্ষাৎ ও মুসাফাহা ইত্যাদি করার প্রবল আগ্রহ ছিল আমার ভেতর। তাঁদের মজলিসে বসা এবং তাঁদের ওয়াজ শোনার প্রতি হৃদয়ের টান ছিল স্বভাবগত।

যেসব বুযুর্গদের প্রতি আমার আলাদা ভক্তি-ভালোবাসা ছিল, তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মনে আছে, আমি তখন জিরি মাদরাসায় মেশকাত জামাতের ছাত্র। একদিন আব্বাজান মরহুম এসে বললেন, 'বরুমছড়া মাদরাসার সভায় আজ বোয়ালভী সাহেব হুযুর ও মাওলানা ইসমাইল সাহেবসহ অনেক বড় বড় বুযুর্গ তাশরিফ আনছেন। চলো ওখানে যাই।'

আব্বাজানের আদেশ পালনার্থে সভার উদ্দেশে রওনা হলাম। যখন আমরা পৌঁছাই তখন বোয়ালভী সাহেব হুযুর মঞ্চে উঠলেন। খুতবার পর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করেন।'[৩]

ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, যে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তার সকল সমস্যা

[৩] সূরা আত-তালাক, আয়াত ২-৩।

সমাধান করে দেন। উত্তরণের পথ দেখিয়ে দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা করলেন। প্রথমে নামরুদ কতৃক ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা করলেন। তারপর মুসা আলাইহিস সালামের মিসর থেকে বের হওয়া থেকে ফেরাউনের লোহিত সাগরে ডুবে মরার কাহিনি বর্ণনা করলেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। তারপর শোনালেন গুনাহ থেকে বাঁচতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মরণপণ চেষ্টা ও সফলতার সোনালি গল্প। এধরনের আরো কয়েকটি ঘটনা। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা শেষ করার পর উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে আয়াতের ব্যখ্যা ও সত্যতা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

তাঁর সুন্দর, গোছালো, মর্মস্পর্শী ও বাস্তবধর্মী আলোচনা শুনে একজন সাধারণ মানুষের হৃদয়েও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার কথা যে, তাকওয়া অবলম্বন করলে আসলেই আল্লাহ সকল মুশকিল আসান করে দেন। বোয়ালভী সাহেব হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি ভক্তির যে অঙ্কুর আমার হৃদয়াভ্যন্তরে সুপ্ত ছিল মুহূর্তেই তা পরিণত হয় বিশাল মহীরুহে। তাঁর জ্ঞান-গভীরতা দেখে আমার শুধুই মনে হচ্ছিল, তাঁর ইলম আল্লাহর তরফ থেকে পাওয়া, *ইলমে লাদুনী*। স্বাভাবিকভাবে অর্জিত ইলমের প্রভাব এত জীবন্ত হতে পারে না কখনো।

হযরতের দ্বিতীয় বয়ান শুনেছিলাম কোনো এক মাদরাসার সভায়। তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَ لِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

'একমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত জমিন-আসমানের উত্তরাধিকার।'[৪]

এ আয়াতের ব্যখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীতে যত কিছু আছে সবই আল্লাহর। সাময়িক উপকার লাভ করার জন্য তিনি

[৪] সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৮০।

বান্দাদের তা দান করেন। যার কাছে যতক্ষণ ইচ্ছা রাখেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর তা স্থানান্তর করে দেন অন্যের মালিকানায়। স্থায়ী মালিকানা কখনো কারো হয় নি। হবেও না কোনোদিন। পৃথিবীর সম্মান, ক্ষমতা, রাজত্ব... কিছুই স্থায়ী নয়। সবই 'আজ আছে তো কাল নাই' প্রকৃতির। মেম্বারশিপ, চেয়ারম্যানিত্ব, এমপিগিরি... সবই অস্থায়ী। অবশ্য এগুলো আল্লাহর নেয়ামত। কেউ যদি এই নেয়ামতের কদর করে এবং এগুলোর সাহায্যে ভালো কাজ করে, সে অবশ্যই প্রতিদান পাবে আল্লাহর দরবারে। আর যদি এই মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদের সাহায্যে খারাপ কাজ করে, তাহলে পরকালে এগুলো সাপ হয়ে তাকে দংশন করবে।

আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধিনিষেধ মান্য করার মাঝেই আসল সম্মান ও মর্যাদা নিহিত আছে। এর বাইরে গিয়ে সম্মান তালাশ করলেও অবশ্য পাওয়া যাবে তবে তা হবে ক্ষণস্থায়ী। মেম্বারি, চেয়ারম্যানি, এমপিগিরির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। এর বাইরে ক্ষমতা থাকে না। অনেক সময় তো মেয়াদ ফুরাবার আগেই পদত্যাগ করতে হয় কিংবা পদচ্যুত হতে হয়। শুধু তাই নয়, ক্ষমতার মসনদ থেকে অনেক সময় সোজা চলে যেতে হয় কারাগারের প্রকোষ্ঠে। মামলা মকদ্দমা লড়তে লড়তে ফতুর হয়ে যেতে হয়। তবুও আর ফিরে আসে না হারানো সম্মান। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকের তকমা লেগে যায় নামের সাথে।

আমার জীবনে অনেক বাদশা দেখেছি। তাদের মাঝে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এমন সংখ্যা খুব কম। কেউ মরেছে শত্রুর হাতে। কাউকে খুন করেছে আততায়ী। কেউ আবার কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। তাহলে বোঝা গেল, তাদের রাজত্ব ও বাদশাহি কিছুই আসল ও স্থায়ী ছিল না। পৃথিবীতেও তারা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। কবরে ও হাশরে কী হবে তা আল্লাহই জানেন। এজন্য এসব অস্থায়ী ও ঠুনকো মর্যাদার পেছনে জীবন শেষ করে ফেলার কোনো অর্থ হতে পারে না।

অপরদিকে যারা বিশেষ করে আলেমদের মাঝে যারা শরিয়তের পুরোপুরি পাবন্দি করে, ফরায়াজ, ওয়াজিবাত, নওয়াফেল... সবকিছু ভালোভাবে আদায় করে তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে সম্মান লাভ করবে। তাদের মর্যাদা ও সম্মান হবে স্থায়ী। পৃথিবীতে তারা সকলের প্রিয়পাত্র হবে। আখেরাতেও তাদের ঠিকানা হবে চিরসুখের জান্নাতে।

কী হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি বর্ণনা করলেন এসব কথা! আমার নিজের ভাষায় তাঁর ভাবগুলো চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। মারেফাতের গভীর আবেগে আপ্লুত হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রতিটি শব্দ-বাক্য শ্রোতৃবর্গের মর্মে রেখাপাত করে গেল অনায়াস নিমিষেই।

এর পর আমার কর্মজীবনের প্রায় পুরোটাই কেটে যায় পাকিস্তানে। দেশে এলেও তেমন সময়-সুযোগ হাতে থাকত না। তবু হুযুরের ওয়াজ-নসিহত মাঝেমধ্যে শুনার সুযোগ হয়েছে।

যখনই হুযুরের ওয়াজ শুনেছি, মনে হয়েছে, এ ওয়াজগুলো অনন্য। এসব ওয়াজ বান্দার অধ্যয়নের ফসল নয়। সরাসরি উপরওয়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। এসব ওয়াজ নিশ্চয় আলো ছড়াতে পারে অন্ধকার হৃদয়গলিতে। এগুলো সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ করা দরকার।

কিন্তু আফসোস! হয় নি। এ দেশে এসব তেমন হয় না। অন্যদেশে হয়। আমি পাকিস্তানে দেখেছি, ওখানে হয় ভালো এবং দ্রুত। একজন বড় ব্যক্তির জীবদ্দশায় বের হয়ে যায় তাঁর মালফুজাত, খুতবাত, জীবনী এবং আরো অনেককিছু।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে চলে আসি ২০০১ সালের দিকে। শিক্ষকতার নতুন এক জীবন শুরু হয় জামিয়া হাটহাজারিতে। তখন

স্বাস্থ্য অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে স্বাস্থ্য, শক্তি ও সাহসের সবকিছুই। বলতে গেলে আমার লেখালেখির একটা বন্ধ্যা জীবন শুরু হয় বাংলাদেশে আসার পর থেকেই। কর্মস্পৃহা নিষ্পেষিত হতে শুরু করে এখানকার পরিবেশের 'জঘন্য যাঁতাকলে'।

এরই মধ্যে বোয়ালভী সাহেব হুযুর ইন্তেকাল করেন ২৫ জিলহজ ১৪২৪ হিজরিতে। ইন্তেকালের এক বছর পর ১৪২৫ হিজরিতে সাক্ষাৎ হয় আমাদের একজন ছাত্র মাওলানা ইবরাহীমের সাথে। ফেনীর বাসিন্দা সে।

এখন ফেনীর মহিপাল শহরে 'কুরআনিয়া মাদরাসা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছে। ওখানে সে খেদমত করছে। ২০০১ সালে জামিয়া হাটহাজারিতে দাওরা শেষ করে হুযুরের সাথে চল্লিশ দিনের এতেকাফ করতে যায়। এতেকাফ শেষে নিজের আগ্রহ ও এস্তেখারার ভিত্তিতে হুযুরের দায়েমি খাদেম হিসেবে খানকায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তার কথা মতে, হুযুরের মৃত্যুর সাথে মুত্তাসিল চৌদ্দ মাস সে হুযুরের খাদেম ছিল।

আমি তাকে বললাম, 'এতদিন হুযুরের সুহবতে থাকলে, কী শিখলে, কী করলে, বল।' হুযুরের ওয়াজ-নসিহত কিছু লিখে রেখেছ? সে বলল, 'হুযুর! অল্পকিছু লিখে রাখার চেষ্টা করেছি ভাঙা-চোরা বাংলায়।' এই বলে সে খাতাগুলো আমাকে দিয়ে দেয়।

বললাম, 'তুমি খুব ভালো কাজই করেছ। সুহবতে থাকার কিছুটা হলেও হক আদায় করেছ তুমি। অনেক বড় বড় ব্যক্তি হুযুরের সুহবতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। তাঁদের মাঝে শক্তিমান লেখক ও গবেষকও আছেন। কিন্তু, কী সমস্যা জানি না, হুযুরের মুক্তোমূল্য কথাগুলো লিপিবদ্ধ করার খেয়াল করেন নি তাঁরা। খুব ভালোই করেছ তুমি।

এবার একটা কাজ কর, তুমি কিছুদিন আমার এখানে থেকে যাও। খাওয়া-দাওয়া আমার সাথে করবে। একটা সময় বের করে তোমার খাতা থেকে আমি নিজের মতো করে উর্দু ভাষায় নকল করব। কোথাও অস্পষ্ট থাকলে কিংবা অন্যকোনো প্রয়োজন হলে তোমার শোনা কথাগুলো মুখে-মুখে বলবে, আমি নিজের ভাষায় লিখে ফেলব।'

একটা সময় বের করলাম। প্রতিদিন সকালের নাস্তা করার পর এক ঘণ্টা। এভাবে কাজটা শুরু করি ২রা জুমাদাল উলা ১৪২৫ হিজরি, রোজ শনিবার। শেষ করি রজব মাসের শেষের দিকে। পুরো তিন মাস। আল্লাহ তা'আলা মাওলানা ইবরাহীমকে জাজায়ে খাইর দান করুন। বোয়ালভী সাহেব হুযুরের ফুয়ুজাত দ্বারা তাকে ভূষিত করুন।

আমার ব্যক্তিগত নমুনাখাতা (অনেকটা পেডের মতোই) লিগেল সাইজ (১৪ বাই ৮.৫ ইঞ্চি) কাগজের ২৩২ পৃষ্ঠাজুড়ে লিখে ফেলি ৩৫১টি মালফুজ। সংখ্যা-গনণায় ভুলও হতে পারে। কাগজে দেখা যাচ্ছে ৩৫১টি।

আমার তো খেয়াল ছিল সময়-সুযোগ মতো উর্দুতেই প্রকাশ করব মালাফুজাতগুলো। কিন্তু সময়ের পর সময় গড়িয়ে গেল, কাজের কাজ কিছুই হলো না। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কিছুই হয় না। তাঁর ইচ্ছা হলে কিছুই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। অন্যদিকে ছাত্ররা তাগাদা দিতে থাকল বাংলা ভাষায় বের করতে। ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগেই উর্দু পাণ্ডুলিপিটা পাঠাল ফেনীতে খেদমতরত এক মাওলানার কাছে। মাওলানা আযীযুল হক।

শুনেছি, মাওলানা আযীযুল হক প্রতিভাবান আলেম। গুণ-জ্ঞানের অধিকারী। কর্মব্যস্ত মানুষ। ছাত্রদের তা'লীম-তারবিয়াতে বেশ তৎপর। কী হচ্ছে না হচ্ছে – এসবের খবর আমি রাখি নি। পরে এক সময় খবর পেলাম, এ মাওলানাও বড় ব্যস্ত। কাজ হয় নি।

এভাবে গড়িয়ে গেল দশটি বছর। ১৪৩৫ হিজরির শুরুর দিকে ছাত্ররা পুনরায় চেষ্টা শুরু করে। এবার তারা নির্বাচন করে আরেক মাওলানাকে। চট্টগ্রাম শহরের সেগুনবাগান মাদরাসায় কর্মরত। মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ।

এ মাওলানা সম্পর্কেও বেশকিছু শুনেছি আমার ছেলেদের কাছে, ছাত্রদের কাছে। তার মেধার কথা, কর্মতৎপরতার কথা, আরবির সাথে গভীর সম্পর্কের কথা, অধমের প্রতি তার নিখাদ ভক্তি ও ভালোবাসার কথা। শুনতে শুনতে তার প্রতি একরকম স্নেহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আমার অন্তরে।

এর পর সে আমার কাছে এসেছে বহুবার। বিভিন্ন সময়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে। শাইখুল মাশায়েখ হযরত জমিরুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত হাজী সাহেব হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন-সংকলন করার সময় এসেছে বহুবার। তত্ত্ব সংগ্রহ করতে, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা নিতে।

আমার সাথে তার জানা-চেনা-সম্পর্ক-সখ্য গড়ে ওঠার পরের কথা, সে একসময় আমার কাছে আসলে ছাত্ররা এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করে। তার সাগ্রহ সাড়া পেয়ে ছাত্ররা পাণ্ডুলিপিটি তুলে দেয় তার হাতে। তার প্রতি ছাত্রদের একটা অখণ্ড আস্থা ছিল। ছাত্ররা তার লেখা-জোখা পড়ত পত্রিকায়। জাতীয় দৈনিকে তার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, মূল্যায়িত হচ্ছে। সাহিত্য-মানদণ্ডে তার রচনা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। এ বিষয়ে ছাত্ররা অবগত ছিল। অবশ্যি এসব বিষয় আমি তেমন বুঝতাম না। এখনো বুঝি না। ছাত্ররা বোঝে ভালো।

পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে সে আমার কাছে আনন্দ প্রকাশ করল। শুকরিয়া জ্ঞাপন করল রাব্বুল ইজ্জতের। একজন বড় বুযুর্গ, তথাপি

তার মুয়াত্তা শরীফের উস্তাদ হযরত বোয়ালভী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাত সে অনুবাদ করবে। গর্বের মহিমায় তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। তার ভাব দেখে আমিও আপ্লুত হলাম। সান্ত্বনা পেলাম। প্রশান্তি অনুভব করলাম।

একইসঙ্গে সে তার ব্যস্ততার কথাও জানাল। অনুবাদ-রচনা-সম্পাদনা বিষয়ে বিভিন্ন কাজ। প্রতিটি কাজের সময় নির্ধারিত আছে। প্রতিশ্রুতি আছে। লেনদেন আছে। তবু সে বলল, 'হুযুর! হয়ত একটু সময় লাগবে, কিন্তু যেভাবেই হোক, আমি এ কাজ করে ফেলব ইনশাআল্লাহ – সাআদত মনে করে, বরকত মনে করে।'

এর পর বহু দিন গেল। কোনো খবর নেই। আমিও এখন খোঁজখবর নিতে পারি না। নেই না। মেজাজটা বদলে গেছে অনেকটা। এখানে কী কাজ! এখানে কী হয়! যা হয় ওখানে হয়। হয়েছেও কিছুটা। এসব 'সান্ত্বনা-চিন্তা'য় আমি শান্ত হয়ে যাই। কিন্তু ওর সাথে দেখা হয় মাঝেমধ্যে। হাটহাজারির দিকে কোথাও আসলেই আমার সাথে দেখা করে যায়। মাঝেমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। কথা হয়। মতবিনিময় হয়। হয় বই-বিনিময়ও। আমি জিজ্ঞাস না করলেও সে যেচে-যেচে জানায়, কাজ কতটুকু হচ্ছে না হচ্ছে।

এরই মধ্যে তার মাদরাসা-বদল হয়। সেগুনবাগান থেকে চলে আসে জামিয়া মোজাহেরুল উলুমে। বাড়ল ব্যস্ততা। জামাতের জিম্মাদারি। আপাদশির শৃঙ্খলিত সময়। অন্য কাজ করার ফুরসত কই?

গড়িয়ে গেল আরো দুটি বছর। চলতি শিক্ষাবর্ষের (হিজরি সন হিসেবে) মাঝামাঝি সময়ে একবার এসে বলে গেল, 'হুযুর! এখন জিম্মাদারি তেমন নেই। হাতে একটু সময় আছে। কাজটি ধরেছি। দু'আ করবেন, যে হরকতের সাথে বরকত যুক্ত হয়। অল্পসময়ে শেষ হয়। রমযানের

আগে আগে ছাপা হতে পারে।' বললাম, 'দু'আ করি বরকত হোক সকল কাজে, মনে-মেজাজে।'

এখন পাণ্ডুলিপিটা আমার হাতে তুলে দিল মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। আল্লাহ তাকে জাজায়ে খাইর দান করুন। তার শ্রম-সাধনা মকবুল হোক আল্লাহর দরবারে। দেখে মনে হচ্ছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আমার উর্দু পাণ্ডুলিপিতে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ছিল না। হাদীসের 'তাখরীজ' ছিল না। ছিল না আরো অনেক কিছুই। সে যোগ করল বহু কিছু। তার সাগ্রহ চেষ্টায় সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা যোগ হলো সংকলনটিতে।

এবার ছাপার দিকে চলে যাবে। অনুবাদকের কাছে প্রথমে শুনেছিলাম, চট্টগ্রামের কেউ প্রকাশ করবে। আমার তেমন 'ভালো' লাগে নি। তবে কঠোরভাবে নিষেধও করি নি। পরে বলল, ঢাকার এক প্রকাশনা যোগাযোগ করেছে। আগ্রহ দেখিয়েছে 'মাকতাবাতুল ফুরকান'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব কমান্ডার (অবঃ) মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব। আমি তার সম্পর্কে জানতাম না। অনুবাদক জানিয়েছে, তিনি কাজ করেন একজন বড় বুযুর্গের তত্ত্বাবধানে; প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম যিনি হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হারদুই হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা। তাঁর বদৌলতে দ্বীনের দৌলত পাচ্ছেন এমন সব উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, যাদের কাছে আলেমদের 'তাজকিয়া-বার্তা'টা পৌঁছায় না সহজে। কিংবা একেবারেই পৌঁছায় না। আল্লাহ তাঁকে ভরপুর জাজায়ে খাইর দান করুন।

শুনে মনটা ভরে ওঠল আনন্দে। বললাম, যারা জীবন সাজায় আল্লাহওয়ালাদের সুহবতে, যাদের ঠোঁটদ্বয় লেগে আছে মারেফাতের শরবতে, তারাই বোঝবে আল্লাহওয়ালাদের মালফুজাতের মূল্য। দিল থেকে দু'আ করি তাদের জন্য।

হযরত জওক সাহেব হুযুর ও মুফতী শামসুদ্দীন সাহেব আমার সম্পর্কে দু'চার কথা লিখে আমার কাজটিকে মূল্যায়ন করেছেন। খুব ভালো লাগল। এখানে কাজের মূল্যায়ন কম। কর্মের মূল্যায়ন না থাকলে কাজ অগ্রসর হয় না। মাঠে মারা যায়। সরু-সংকীর্ণ মানসদৃষ্টির মানুষরা মূল্যায়ন করতে জানে না অন্যকে। তাঁরা দু'জন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে আমি মনে করি। আল্লাহ তাঁদেরকে ভরপুর জাজা দান করুন।

কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। অধম এখন ভীষণ অসুস্থ। দু'আ চাই আফিয়াতের জন্য, খাতেমা বিল-খাইরের জন্য। দু'আ করি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য। শুকরিয়া আদায় করি রাব্বুল আলামীনের। তাঁর জন্যই প্রশংসা ও শুকরিয়া কর্মের সূচনায়, সমাপ্তির দ্যোতনায়। শোকর, আলহামদুলিল্লাহ।

আহকর আবদুস সালাম চাটগামী
জামিয়া হাটহাজারী
চট্টগ্রাম

২০/০৭/১৪৩৮ হিজরি

অনুবাদকের আরজ

সহস্র প্রশংসা ও সানুনয় শুকরিয়ার সবটুকুই সমর্পিত আমার আল্লাহর জন্য। আমার রাসুলের দরবারে পৌঁছাই মহব্বত-মুখরিত বাগানের থোকা থোকা সালাত ও সালাম। নবী-বাগানের সৌরভদীপ্ত সাহাবাদের জন্য রইল ভালোবাসার তারাভরা আকাশ।

হযরত বোয়ালভী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বেলায়ত-অঙ্গনের প্রবাদ-ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বেলায়তের বিশাল এ বটবৃক্ষের ছায়া-সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছিলেন আল্লাহ-সন্ধানী বিশাল এক কাফেলা। সে কাফেলায় ছিলেন উম্মতের সর্বোচ্চশ্রেণির ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের নিম্নস্তরের চাষাভুষা পর্যন্ত। রত্নগর্ভা সবুজ বাংলার প্রথিতযশা ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতিমান ইসলামি লেখক-গবেষক, প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ, জনবরেণ্য ওয়ায়েজ-বক্তা, ধর্মীয় বিদ্যাপিঠের প্রধান কর্তাব্যক্তি ও সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় বহু বিদ্বান সে কাফেলায় জুড়ে দিয়েছিলেন নিজেদের জীবন-ঘোড়া।

চট্টগ্রামের বাইরে আলেমশ্রেণির মাঝেই হয়ত তাঁর পরিচিতি সীমাবদ্ধ। কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তিনি ছিলেন বুজর্গির জীবন্ত প্রবাদ। কথায় কথায় মানুষ বলত এবং এখনো বলে, 'আমার ছেলে বোয়ালী সাব হবে ইনশাআল্লাহ', 'এত অল্প বয়সে কি বোয়ালী সাব হয়ে গেলি!', 'যে কেউ কি আর বোয়ালী সাব হতে পারে?'। সখেদ সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে বলে, 'আমি কি ভাই বোয়ালী সাব অইছি?'।

হুযুরের বুজর্গি ও বুজর্গিশোভন গুণাবলির প্রতি মানুষের নিখাদ আস্থা ও মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের মুখে-মুখে ফিরত এরকম বহু

স্তুতিবাক্য। এখনো ফিরে। তিনি স্বক্ষেত্রে 'প্রবাদ' যেমন ছিলেন, 'প্রতিবাদ'ও ছিলেন। শব্দহীন অথচ শব্দাতীত প্রতিবাদ। শান্ত-শীতল কিন্তু সাহসশাণিত প্রতিবাদ।

সকল চারিত্রিক অসঙ্গতি ও অসৌন্দর্য, কৃত্রিমতা, লোকদেখানো ইলম ও বুযুর্গি, ক্ষমতার লোভাতুর দৃষ্টি, অজ্ঞলোকের 'বাদশাহি বাদশাহি ভাব', কিংবা সমাজের তথাকথিত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের হম্বিতম্বি হাবভাব – এসবের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ উচ্চারণে নয়; করেছেন আচরণে। এসব অসৌন্দর্যের বিপরীতে সঠিক সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে তিনি করে গেছেন নান্দনিক প্রতিবাদ। বিনয়-নম্রতা, আত্মমুখিতা, নির্লোভ মানসিকতা, সাদাসিধে চালচলন, পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি ঘৃণাবোধ ও অল্পেতুষ্টিসহ অন্যান্য বুযুর্গশোভন গুণাবলিতে অবিচলতার মাধ্যমে তিনি এ প্রতিবাদকর্ম চালিয়ে গেছেন আজীবন।

বোয়ালভী সাহেব হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধু ওয়াজ করতেন না। ওয়াজ গড়তেনও। উক্তি-প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রভার মর্মর পাথর দিয়ে গড়ে তুলতেন প্রতিটি ওয়াজের সুরম্য মিনার। কিন্তু যুক্তি-অবতারণা ও প্রমাণ-পর্যালোচনায় বর্ণনার তেমন ভারিক্কিচাল ছিল না। বলতেন খুব ঋজু শৈলীতে। তবে সেই ঋজু শৈলীরও কোনো নজির ছিল না সমকালে।

তাঁর ওয়াজ বলতে আজকের ওয়ায়েজদের মতো সুরেলা কথামালা কিংবা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের গর্জন নয়। তাঁর ওয়াজ ছিল অন্য ধাঁচের। বৈঠকী ঢঙের আলাপ-আলোচনার মতো। আধুনিক আলেম-বক্তাদের মতো বলার ভাষায় কোনো ঝংকার নেই। অলংকার নেই। নেই কুরআন-তিলাওয়াতের সুরেলা তান, কিংবা উর্দু-ফার্সি কবিতা পড়ার কলতান। খুব সহজ-সরল আঞ্চলিক ভাষায় তিনি ওয়াজ-নসিহত করতেন।

অন্যদের তুলনায় একটা অভিনবত্ব ছিল। তিনি কথার ফাঁকে-ফাঁকে ছড়া কাটতেন। কবিতা বলতেন। ব্যাকরণসম্মত কিংবা প্রকাশযোগ্য ছড়া-কবিতা নয়। নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার ছন্দোবদ্ধ কিছু কথা। ওয়াজের অঙ্গনে তিনি আঞ্চলিক গদ্যের একটা নতুন ছন্দ বা ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেছিলেন। এসব তিনি পারতেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে।

মারেফাতমুখরিত *কলব* থেকে উৎসারিত ছোট ছোট কথাগুলো যেন কুড়ানো মানিক। সুরের স্রোতহীন খুব সাধারণ ভাষাভঙ্গির সেই কথাগুলো শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গভীরে অন্যরকম দোলা দিত। আলোকিত করত অন্ধকারাচ্ছন্ন কলবের গলিকন্দর। হৃদয়-খেতে বুনে দিত ইবাদত-উদ্যমের নতুন নতুন বীজ। সৃষ্টি হতো চেতনার বিশাল বীজতলা।

অধম গ্রন্থভুক্ত মালফুজাতগুলোর শুধুই অনুবাদক নয়। একজন নিবিষ্ট শ্রোতাও। কারণ, সংকলিত মালফুজাতগুলো হুযুরের মৃত্যুর সাথে লাগানো দেড় বছর সময়পরিসরে করা। ঐ সময় আমি পটিয়া মাদরাসার ছাত্র। পটিয়ার মসজিদে, হুযুরের খানকায়, কাছের অন্যকোনো ওয়াজ মাহফিলে কিংবা টেপরেকর্ডারে এগুলো শোনার সুযোগ হয়েছে।

সহজ শব্দে স্বল্পকথা। বিশাল ভাব ও অফুরন্ত বিভাব। সুদূরপিয়াসী প্রভাব। হৃদয় থেকে উৎসার, হৃদয়ের দিকে অভিসার। এই হলো বুযুর্গদের মালফুজাত বা বাণীসমগ্র। বিশ্বাসের সুগভীরতা ব্যক্তিত্বে চৌম্বক শক্তি ও বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। সুগভীর বিশ্বাসলব্ধ চেতনার শব্দিত রূপ এসব বাণী। এগুলো মানুষের জীবন ও জগৎ, দুনিয়া ও আখেরাত উপলব্ধিরই জীবন্ত উপাদান। বোয়ালভী সাহেব হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির মালফুজাত সম্পর্কেও এসব কথা বলা সঙ্গত হবে। আশা করি, দিকভ্রান্ত ও উদভ্রান্ত ব্যক্তি-জাতিকে এ

মালফুজাতগুলো আলোর পথ দেখাতে সহায়তা করবে। জীবন-জটলায় আশ্রিত ব্যক্তিরা পাবে মুক্তির নতুন নতুন আশ্রয়।

মুফতী সাহেবের মূল উর্দু পাণ্ডুলিপিতে মালফুজাত-সংখ্যা ছিল ৩৫১। পুনরোক্তি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে মোট ২৬০টি মালফুজ – বাণী। মুফতী সাহেবের উর্দু মালফুজাতগুলোর সহজ-সরল আবেদন অনুবাদের ক্ষেত্রেও একইরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসের মূল উদ্ধৃতিগুলো সূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হুযুরের মালফুজাত এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার মালফুজাতগুলোর সহস্রভাগের এক ভাগমাত্র। মৃত্যুর আগে মাত্র চৌদ্দ মাস সময়পরিসরে সংকলিত হয়েছে এ মালফুজাত। হুযুর তো ওয়াজ করেছেন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। ভূমিকায় মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম জানিয়েছেন যে, বোয়ালভী একাডেমী'র কাছে জমা আছে বেশকিছু মালফুজাত ও মাওয়ায়েজ। আল্লাহ চান তো বের হবে। আল্লাহ যেন সহজ করেন!

আমাদের সকলের মুরুব্বী, বিশ্ববরেণ্য আলেম ও আরবি সাহিত্যিক, শাইখ সুলতান জওক নদভী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এই কিতাবের অবতরণিকা ও আমার মুহসিন-মুরুব্বী উস্তাদ, খ্যাতিমান মুফতী ও বিশিষ্ট ইসলামি অর্থনীতিবিদ মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। এসব বটবৃক্ষের ছায়া-শামিয়ানা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হোক আমাদের জীবনে।

কিতাবটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন মাকতাবাতুল ফুরকানের স্বত্বাধিকারী হযরত মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তিনি প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের বিশিষ্ট খলীফা। একজন দ্বীনদার, চিন্তাশীল ও রুচিবান মানুষ হিসেবে তার প্রকাশনা ব্যাপক

জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

আর আমার সম্পর্কে দু'এক কথা বলে মধ্যস্থতা করেছেন আমার বন্ধু মাওলানা আতীক উল্লাহ। আমার সহপাঠী। তবে ঈর্ষণীয় সফলতা, সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারে তিনি আমার অগ্রজ, অগ্রগণ্য ও অগ্রগামী। আল্লাহ আরো দান করুন তাকে। অন্যসকলকেও।

আমার এ নগণ্য কর্মে বিশেষ বিশেষ সহযোগিতা করেছে আহমাদ বিন নুরুল ইসলাম, ইযাযুল হক ও আবদুল্লাহ নোমান। আল্লাহ তাদের জীবন ও কর্মে বরকত নসীব করুন! 'ঘরওয়ালি' ও তার এক ভাই প্রুফ দেখায় অংশ নিয়েছে। তাদের কোতূহলী মন আমাকে বিভিন্নভাবে উপকৃত করেছে। আমি তাদের প্রতি হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হে আল্লাহ! গাফেল ও গুনাহগার এ বান্দার ভুল থেকে মুক্ত রাখ এ গ্রন্থকে। গ্রন্থভুক্ত সবকিছুকে। গ্রন্থসংশ্লিষ্ট সকলকে। মালফুজাতওয়ালার ফুয়ুজপ্লাবী আলো দ্বারা আলোকিত করুন আমাদের সকলকে এবং গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত-অনুল্লিখিত সকলকে আপনি নিজের শান মোতাবেক জাজায়ে খাইর দান করুন।

শুকরিয়া তোমার জন্য হে আল্লাহ! সংজ্ঞাহীন, সংখ্যাহীন। সবকিছুর সূচনায়, সমাপ্তির দ্যোতনায়।

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
জামিয়া মুজাহিরুল উলুম
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম
২৩ রজব ১৪৩৮ হি. / ২১ এপ্রিল ২০১৭ ঈ.

ঈমান, আকিদা এবং তাওহিদ

■ ১। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কী করেন? কেমন কথা! কেমন প্রশ্ন!! আল্লাহপাক তো বান্দার আশে-পাশে আছেন সবসময়। আল্লাহ বান্দার সামনে-পেছনে, ডানে-বামে, উপরে-নিচে সর্বত্র আল্লাহ বিরাজমান।

আহ! আমরা আল্লাহর কেমন বান্দা! আল্লাহকেই তো চিনতে পারি নি। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহপাকের কাজ-কর্ম, রীতি-নীতি কোনোটাই বান্দার কাজ-কর্ম বা রীতি-নীতির মতো নয়। আল্লাহর কোনো কাজ করার দরকার হলে, বান্দার মতো কোনো আসবাব বা মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে না। বরং দুনিয়াতে তাঁর যত সৃষ্টি আছে, সব তাঁর মালিকানাধীন এবং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবকিছুই তাঁর কথা মেনে চলে। তিনি 'কুন' বললে সব হয়ে যায়। যিনি 'কুন' বললে সব হয়ে যায়, তিনি-ই আল্লাহ। খালেক, মালেক।

■ ২। মাখলুক হিসেবে মানুষের আলাদা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অন্যান্য মাখলুকের মতো মনুষ্যজাতিও এক প্রকার মাখলুক। সকলকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবাইকে রিযিক দান করেন। ক্ষুদ্রাকৃতির পিপীলিকা থেকে বৃহদাকার হাতি পর্যন্ত – কেউই বঞ্চিত হয় না সেই রিযিক থেকে। আবার সবাইকে আপন আপন বলয়ে পরিচালিত হবার জন্য তিনি বুদ্ধি দান করেছেন। কার্যক্ষমতা দিয়েছেন।

আমাদের বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা... সবই সেই সূত্রে প্রাপ্ত। এসবের কিছুই নিজস্ব যোগ্যতাবলে অর্জন করি নি আমরা। যোগ্যতা ও ক্ষমতাবলে অর্জন করার জিনিসও নয় এগুলি। তাই এগুলো নিয়ে অহংকার করা চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এসবের মাঝে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তা নিহিত আছে তাকওয়ার মাঝে। প্রভুর কাছে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার মাঝে।

বিশাল মহাসমুদ্রের দিকে তাকাও, পর্বতসম বেপরোয়া ঊর্মিমালার ধেয়ে আসার ধরন পর্যবেক্ষণ কর, কলকল বয়ে চলা নদীপানে দৃষ্টি মেলে ধর...। কে সৃষ্টি করেছেন এদেরকে? কার হুকুমে এরা নিরবধি বয়ে চলে?

বড় বড় পাহাড়, উঁচু নিচু টিলা, সবুজ-ঘন জঙ্গল, নানারকম গাছগাছালি...। কে সেই মহান শিল্পী যার দক্ষ হাতে এগুলোর মনোহরী মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

ঐ নীলাকাশ, বিস্তৃত সৌরজগৎ, চতুর্দশীর উজ্জ্বল চন্দ্র, অমাবস্যার আকাশে তারা-জোনাকির ঝিলিমিলি খেলা...! কোন মহাশিল্পীর কারুকাজ এগুলো? কার তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে এই মনোমুগ্ধকর ছবি? হাতের আঙুলের তারতম্য, দু'ভাইয়ের চারিত্রিক ভিন্নতা, ফলের স্বাদের বিভিন্নতা, ফুলের ঘ্রাণের বিচিত্রতা...! কার হাতে তৈরি হয়েছে এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্য?

তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি বিরাট, মহান ও অনন্ত। অসীম তাঁর সত্তা। তিনিই আমাদের দিয়েছেন এসকল নেয়ামত। আমাদের সর্বস্ব বিলীন করে দিয়েও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তাই সবসময় তার হুকুম-আহকাম ও বিধিনিষেধ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। না হয়, শরিয়ত-তরিকত দূরে থাক, নিজেদের বিবেকের কাছেই আমরা দায়ী থাকব।